কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক : **বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি**

নীতেশ সাংঘি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

সি.আর.আর - ২০২৩-এর ১৮১, ২৬/০৪/২০২৩-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫), ধারা .১৮৮, ধারা .২৭৯, ধারা .৩৪ -সরকারি কর্মচারীদের আদেশ অমান্য-লকডাউন প্রটোকল লঙ্ঘন-কোভিড মহামারীর কারণে রাজ্য কর্তৃক ঘোষিত লকডাউন চলাকালীন আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করার সময়, ২৮ জনকে বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়-২৮ জনকে একসাথে গ্রেপ্তার করা হয়নি কিন্তু আলাদাভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে-সমস্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের লকডাউনের আদেশ অমান্য করার কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না-গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা কোভিড আক্রান্ত ছিলেন বা কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবহেলা করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বলে রেকর্ডে একেবারেই কোনও প্রমাণ ছিল না-অভিযুক্তদের আইও দ্বারা চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়নি এবং যদি তারা কোভিড-এ আক্রান্ত না হয়, তবে সংক্রমণের কোনও বিস্তার হতে পারে না-তবে তারা প্রাথমিকভাবে ১৮৮ ধারার অধীনে অপরাধ করেছে। দোষী সাব্যস্ত ১৮৮ ধারাতে বজাই রাখা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায়; বিবাদীর পক্ষে সুজাতা দাস।

1. **আদেশঃ**- আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ উকিলের কথা শুনে এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণগুলি দেখার পরে, এই আদালতের অভিমত হল যে রাজ্যের বিজ্ঞ উকিলের সহায়তায় তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।অতএব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষ থেকে এই আদালতকে সহায়তা করার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর-ইন-চার্জ শ্রীমতি সুজাতা দাসকে অনুরোধ করা হয়েছে।

2. 2020 সালের 25শে মার্চ তারাতালা পুলিশ স্টেশনের কেস নম্বর ১৯ এর সঙ্গে যুক্ত

এক পুলিশ অফিসারের দায়ের করা একটি স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোভিড মহামারীর কারণে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউন চলাকালীন আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করার সময়, ২৮ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

3. এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮/২৬৯/৩৪ ধারায় অপরাধ করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

4. স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ থেকেই জানা যায় যে, এক সঙ্গে ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের আলাদাভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।আবেদনকারীরা হলেন দুই ভাই, যাঁরা তারাতলার সি. ই. এস. সি-র সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেফতার হন। সুতরাং, যখন লকডাউনের আদেশ লঙ্ঘন করে রাস্তায় আসা ২৮ জন ব্যক্তিকে আলাদাভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত ব্যক্তির রাজ্য সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে ঘোষিত লকডাউনের আদেশ অমান্য করার কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। তাদের সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল না।সুতরাং, আমার মতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার উপাদানগুলি এই মামলায় অনুপস্থিত। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা কোভিড-এ আক্রান্ত ছিলেন বা জীবনের জন্য বিপজ্জনক কোভিড রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবহেলা করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ রেকর্ডে নেই।গ্রেপ্তারের তারিখে আবেদনকারীরা কোভিড-এ ভুগছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা আবেদনকারীদের চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।তাঁরা যদি কোভিড-এ আক্রান্ত না হতেন, তা হলে কোনও উপসর্গহীন ব্যক্তির দ্বারা সংক্রমণ ছড়াতে পারে না।সুতরাং, আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আরও মামলা চালানোর জন্য কোনও সহায়ক প্রমাণও খুঁজে পাই না।

5. তবে, এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, বর্তমান আবেদনকারীরা লকডাউনের সময় তারাতালার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউন ঘোষণা লঙ্ঘনের জন্য, তাঁরা প্রাথমিকভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন।

6. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ উকিল দ্বারা বলা হয়েছে যে আবেদনকারীদের তাদের আরও পড়াশোনা এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে হবে।মামলাটি বিচারাধীন থাকার কারণে আবেদনকারীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি/ভিসা পাচ্ছেন না।

7. ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা হল সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা যথাযথভাবে ঘোষিত আদেশ অমান্য করার একটি শাস্তিমূলক বিধান।অপরাধীকে সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে যার মেয়াদ এক মাস পর্যন্ত হতে পারে অথবা দুইশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে, অথবা উভয়ের সঙ্গে।

8. আবেদনকারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে, আবেদনকারীদের এক পাক্ষিকের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরের বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে এই পুনর্বিবেচনার নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

9. আলিপুরের বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে এক সপ্তাহের মধ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫১ ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি তারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তিনি বিবেচনা করবেন যে জরিমানার পরিমাণ তাদের জনের জন্য যথেষ্ট শাস্তি হবে কি না। তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে।

10. যে কোনও ক্ষেত্রে, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট জি.আর কেস নম্বর ২০২০ সালের ১০৬৭-এর নিষ্পত্তি করবেন আদেশের তারিখ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি আবেদনকারীরা ফৌজদারি কার্যবিধির 251 ধারার অধীনে তাদের পরীক্ষার সময় দোষী সাব্যস্ত হয়।

11. দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে, যদিও এই আদালত এখানে উপরে কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ আলিপুরের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং তিনি এই আদেশের দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়ে তাঁর বিবেক অনুযায়ী তাঁর আদেশ জারি করবেন।

12. এই সংশোধনটি এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.